ঢাবি কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে 'কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান' ইউনিটের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা গতকাল শনিবার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ দেশের অন্য ৭টি বিভাগীয় শহরে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান কলা ভবন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এ সময় প্রোভিসি চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রোভিসি চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ৪র্থ পৃ: ৪-এর কলামে

ঢাবি 'কলা, আইন ও সামাজিক

৩য় পৃষ্ঠার পর

এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। যথাযথভাবে নিয়মনীতি অনুসরণ করে স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খলভাবে এ ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনে সহযোগিতা করায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এ ইউনিটে মোট দুই হাজার ৯ শ' ৩৪টি আসনের বিপরীতে এক লাখ ২৫ হাজার পাঁচশ' ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী আবেদন করে। এর মধ্যে মানবিক শাখায় এক হাজার সাতশ' সাতটি আসনের বিপরীতে ৫৫ হাজার একশ' ৬৫ জন, বিজ্ঞান শাখায় ৯শ' ৪৪টি আসনের বিপরীতে ৫৬ হাজার তিনশ' ৩০ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় দুইশ' ৮৩টি আসনের বিপরীতে ১৪ হাজার পাঁচজন আবেদন করেন। বিজ্ঞপ্তি।

নয়া দিগন্ত

২৬-০১-২০২৫



ঢাবির কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ■ নয়া দিগন্ত

আজকালের খবর



ঢাবি 'কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

● ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে 'কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান' ইউনিটের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা গতকাল শনিবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ দেশের অন্য ৭টি বিভাগীয় শহরে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান কলা ভবন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। যথাযথভাবে নিয়মনীতি অনুসরণ করে স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খলভাবে এই ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনে সহযোগিতা করায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, এই ইউনিটে মোট ২ হাজার ৯শ' ৩৪ টি আসনের বিপরীতে ১ লাখ ২৫ হাজার ৫শ'জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী আবেদন করে। এর মধ্যে মানবিক শাখায় ১ হাজার ৭শ' ৭টি আসনের বিপরীতে ৫৫ হাজার ১শ' ৬৫জন, বিজ্ঞান শাখায় ৯শ' ৪৪টি আসনের বিপরীতে ৫৬ হাজার ৩শ' ৩০জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ২শ' ৮৩টি আসনের বিপরীতে ১৪ হাজার ৫জন আবেদন করেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Bangladesh Today



The admission test for the 1st year undergraduate program of the 'Arts, Law and Social Sciences' unit of Dhaka University for the academic year 2024-2025 was held in a fair and peaceful manner on Saturday. This admission test was held in 7 other divisional cities of the country including the Dhaka University campus. Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan visited the Kala Bhaban examination center. Photo : Courtesy

The Daily Industry

DU Arts, Law and Social Science unit admission test held

DHAKA : The admission test for the undergraduate programme of the Arts, Law and Social Science unit (B unit) of Dhaka University for the 2024-2025 academic session was held on Saturday, reports UNB.

The admission test was held on Dhaka University campus and in 7 other divisional cities of the country. Vice-Chancellor of Dhaka University Professor Dr. Niaz Ahmad Khan visited the Arts Building exam center.

Pro-Vice-Chancellor (Administration), Professor Dr. Sayma Haque Bidisha, Pro-Vice-Chancellor (Education) Professor Dr. Mamun Ahmed, Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury, Dean of the Faculty of Arts Professor Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan, and Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmad were present.

DU Arts, Law and Social Science unit admission test held

Staff Correspondent: The admission test for the undergraduate programme of the Arts, Law and Social Science unit (B unit) of Dhaka University for the 2024-2025 academic session was held on Saturday. The admission test was held on Dhaka University campus and in 7 other divisional cities of the country. Vice-Chancellor of Dhaka University Professor Dr. Niaz Ahmad Khan visited the Arts Building exam center. Pro-Vice-Chancellor (Administration), Professor Dr. Sayma Haque Bidisha, Pro-Vice-Chancellor (Education) Professor Dr. Mamun Ahmed, Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury, Dean of the Faculty of Arts Professor Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan, and Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmad were present. VC Dr. Niaz Ahmad Khan expressed satisfaction over the smooth and peaceful conduct of the admission test.

দৈনিক আমাদের বার্তা



ঢাবিকে সর্বজনীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই।

গতকাল শনিবার কলা ভবনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে 'কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান' ইউনিটের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি।

তিনি বলেন, এ পরীক্ষাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। এ বছর এই ইউনিটে ১ লাখ ২৫ হাজার ৫০০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

উপাচার্য আরো বলেন, আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এ বছর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। এ ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষায় সেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এবার ৮০ জন সেচ্ছাসেবক শৃঙ্খলা রক্ষায় ও শিক্ষার্থীদের সহায়তায় কাজ করছে।

এদিন দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত একযোগে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ২ হাজার ৯৩৪টি।

ঢাকা বিভাগের পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি), চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি), রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি), খুলনা বিভাগের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (খুবি), সিলেট বিভাগের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি), রংপুর বিভাগের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি), বরিশাল বিভাগের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) ও ময়মনসিংহ বিভাগের পরীক্ষা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমার দেশ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে শনিবার ক্যাম্পাসে ঢল নামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের — ছবি: আমার দেশ

ঢাবির তিন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

ঢাবি প্রতিনিধি

রুপালী বাংলাদেশ

ঢাবির 'কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন

◆ রুপালী প্রতিবেদক

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১১ মাঘ ১৪৩১

DU in Media

26 january 2025

ইত্তেফাক



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শেষে উচ্ছ্বসিত পরীক্ষার্থীরা। এ সময় বিজয়চিহ্ন দেখান অনেকে। গতকাল কলাভবনে —আব্দুল গনি

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় 'বৈষম্যবিরোধী', খালেদা জিয়া, অধ্যাপক ইউনূস, আবু সাঈদ, ফ্যাসিস্টের পতন নিয়ে প্রশ্ন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল শনিবার কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় 'বৈষম্যবিরোধী, বেগম খালেদা জিয়া, আবু সাঈদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার' সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে প্রশ্ন হয়েছে। আরো প্রশ্ন এসেছে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্যোগে চালু হওয়া বিশ্বব্যাপী 'তিন শূন্য' (থ্রি জিরো) আন্দোলন নিয়ে। এছাড়া গত ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদের শাসন পতনের একটি বর্ণনা নিয়েও লিখিত অংশে একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদ অনুবাদ করতে বলা হয়।

গতকাল শনিবার দেশব্যাপী আটটি বিভাগীয় শহরে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। ভর্তি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্নে (এমসিকিউ) বাংলা অংশে এসেছে, 'বৈষম্যবিরোধী শব্দটি কোনো সমাসে নিষ্পন্ন', সাধারণ জ্ঞান অংশে এসেছে, 'ঢাকা শহরের প্রথম ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেন কে? উত্তর হিসেবে চারটি নাম ছিল, 'জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া ও বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ'। আরেকটি প্রশ্ন ছিল 'তিন শূন্য তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি? উত্তর হিসেবে চারটি বিকল্প রাখা হয়, 'শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব, শূন্য নেট কার্বন নির্গমন, শূন্য ক্ষুধা'। আরেকটি প্রশ্নে এসেছে, 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ আবু সাঈদকে নিয়ে অঙ্কিত শিল্পকর্মের নাম কী?' উত্তর হিসেবে চারটি নাম ছিল, 'উন্নত মম শির, অকুতোভয়, বিদ্রোহী, নাকি দুরন্ত'। উল্লেখ্য, আবু সাঈদের স্মরণে নির্মিত শিল্পকর্মটি হলো, 'উন্নত মম শির', চিত্রকলা অঙ্কন করেছেন শিল্পী শহীদ কবির।

সাধারণ জ্ঞান অংশে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে, 'বাংলাদেশের সংবিধানের কোন সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে?' আরো ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে কতজন নারী রয়েছেন, ২৫তম প্রধান বিচারপতি কে? মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনী কোন সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেছে?' কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মুসলিম। লিখিত অংশে একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদ বাংলায় অনুবাদ করতে বলা হয়। অনুচ্ছেদটি গত ৫ আগস্ট তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকারের পতনের বর্ণনা নিয়ে।

নয়া দিগন্ত

ভারতে বাংলাদেশী নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা, ঢাবিতে বিক্ষোভ

● ঢাবি প্রতিনিধি

ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে এক বাংলাদেশী নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জুলাই অভ্যুত্থানের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসিতে সন্ধ্যাবিরোধী রাজ্ভাস্কর্যের পাদদেশে এ সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'দালালি না আজাদী, আজাদী আজাদী', 'ভারতীয় আগ্রাসন, রুখে দাও জনগণ' ইত্যাদি স্লোগান দেন শিক্ষার্থীরা।

সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঢাকা কলেজের আহ্বায়ক আফজাল হোসেন রাকিব বলেন, ভারত যদি মনে করে বেঙ্গালীনের মতো হত্যাকাণ্ড করলে কোনো বিচার হবে না, তাহলে ভুল করছে। বাংলাদেশের সাথে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলে আপনারা ভুল করছেন।

অন্যতম সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ এই হত্যার বিচার চায়। এর আগে আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের স্বাধীনতা ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে বলে দিতে চাই, আপনারা যদি নাজমা হত্যাকাণ্ডের বিচারে পদক্ষেপ না নিলে জনগণ মেনে নেবে না।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য তারিকুল ইসলাম বলেন, ভারতের হাতে বাংলাদেশীদের খুন কোনো নতুন ঘটনা নয়। বাংলাদেশের মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করে ভারত একের পর এক খুন করেই গেছে। অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তারা এই দেশকে করদরাজ্য বানিয়ে রেখেছিল। গত ৫৪ বছরে ভারতের আধিপত্যের কারণে যত খুন হয়েছে, তার সবগুলোর বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নির্বাহী কমিটির সদস্যসচিব আরিফ সোহেল বলেন, বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থানকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখাতে চেয়েছে ভারত। তারা বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে নিজ দেশে ঘৃণা উৎপাদন করেছে। এ হত্যাকাণ্ড তারই ফলাফল। ভারতের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সেখানকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, ভারতের কর্নাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরুতে ২৮ বছরের বাংলাদেশী এক নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার বেঙ্গালুরুর রামমূর্তি এলাকার কালকেরে লেকের কাছ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। দেশটির পুলিশের ধারণা, ওই নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

দেশ রুপান্তর

উপাচার্য সভাপতি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন

আমজাদ হোসেন হৃদয়

ডাকসু

- নির্বাচিত শিক্ষার্থী প্রতিনিধি চায় ছাত্র সংগঠনগুলো
- প্রস্তাবে ইতিবাচক মনোভাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের

টানা পাঁচ বছরের অচলাবস্থার পর ফের খুলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দুয়ার। এ নিয়ে জোর প্রস্তুতি চলছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে। এর মধ্যে সংস্কার প্রস্তাব জমা দিয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলো। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডাকসুর গঠনতন্ত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা। বিশেষ করে পদাধিকারবলে ডাকসু সভাপতির পদটি নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারণ করা।

বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, পদাধিকার বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন। তার হাতে ডাকসু-সংক্রান্ত সবকিছু করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এমনকি সভাপতি চাইলে ডাকসুর যেকোনো সিদ্ধান্ত বাতিল এবং পুরো ডাকসুর কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করার ক্ষমতাও রাখেন। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও ছাত্রনেতাদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা বিরাজ করছে। এ নিয়ম বদলে এই পদে সরাসরি শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত করার প্রস্তাব জানিয়েছে বেশিরভাগ ছাত্র সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও তাদের প্রস্তাবনাকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে উপাচার্যকে সভাপতি রেখে তার ক্ষমতার সীমিত করার প্রস্তাব দিয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ঐতিহ্য রয়েছে বিশ্বের অনেক দেশে। বিশ্বের বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ পদে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্বখ্যাত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ভারতের জওহার লাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, শ্রীলঙ্কার জাফনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধারা প্রচলিত রয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ডাকসুর কার্যক্রম পরিচালনায় উপাচার্যের কোনো কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থাকতে পারবে না। সব সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে ডাকসুর নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের হাতে। ডাকসু নির্বাচনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যালোকেটার ইকোনমি' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি গঠনতন্ত্রে যুক্ত করা, প্রার্থীদের বয়সসীমা নতুনভাবে নির্ধারণ (বর্তমানে প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর রয়েছে) করে দেওয়া এবং বিভিন্ন সম্পাদকীয় পদের নাম পরিবর্তনের বিষয়ে প্রস্তাব দিয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলো। ডাকসু নির্বাচনে সভাপতি পদে সরাসরি শিক্ষার্থীদের রাখার প্রস্তাব দিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। পাশাপাশি নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে নির্বাহী কমিটির সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দুটি পদ তৈরি করে একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দের প্রস্তাবও দিয়েছে সংগঠনটি। একই সঙ্গে বর্তমানে তোষাখ্যক্ষ পদে উপাচার্য ক্ষমতাবলে একজনকে নিয়োগ দেন। এ পদেও শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ চায় ছাত্রদল। নির্বাহী কমিটিতে নতুন পাঁচটি সম্পাদক পদ তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছে সংগঠনটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সিন্ডিকেট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত এবং কার্যনির্বাহী কমিটির নিয়মিত নির্বাচন নিশ্চিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ১৯৭৩-এ যথাযথ সংশোধন আনা একান্ত জরুরি বলে মনে করছে ছাত্রদল।

এ বিষয়ে ঢাবি ছাত্রদল সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, ডাকসুকে কার্যকর করতে হলে গঠনতন্ত্রে সংস্কার দরকার। আর ঢাবির উপাচার্য নির্বাচিত প্রতিনিধি না হয়েও ডাকসুর অভিভাবক হওয়া স্বৈরতন্ত্রেরই প্রতিচ্ছবি। ডাকসু সভাপতির পদকে সরাসরি ভোটে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বাচিত করতে হবে। ঢাবির প্রতিটি সিদ্ধান্তে ছাত্র প্রতিনিধির কার্যকর অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

এটিকে অসীম স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা বলে উল্লেখ করে শিবির তাদের সংস্কার প্রস্তাবনায় বলে, যেহেতু সভাপতি

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১ >

উপাচার্য সভাপতি হওয়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পদটি একটি অনির্বাচিত পদ, সুতরাং এর হাত থেকে সব নির্বাহী ক্ষমতা বাতিল করতে হবে। নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে শুধু ডাকসুর কার্যকরী পরিষদের হাতে। সভাপতি পদটিকে শুধু একটি আলংকারিক পদ হিসেবে রাখতে চায় শিবির।

তারা বলছে, যেকোনো সময়ে ডাকসুর গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের যে ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটকে দেওয়া হয়েছে, সেটির পরিবর্তন করতে হবে এবং ডাকসু গঠনতন্ত্র সংশোধনের এখতিয়ার ডাকসুর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিতে হবে, নির্বাহী কমিটির সভায় যেকোনো অ্যাজেন্ডা আলোচনা করার জন্য সভাপতির অনুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করতে হবে, গঠনতন্ত্রের অনুলিখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সভাপতির একক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সংসদের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

ঢাবি শিবির সভাপতি এসএম ফরহাদ দেশ রুপান্তরকে বলেন, ভিসির নির্বাহী ক্ষমতা ছাত্র প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত নিতে বাধাগ্রস্ত করে। এজন্য এর সংস্কারটা দরকার। একই সঙ্গে ভিসি কিংবা প্রভোস্টকে একদম বাদ দেওয়ার মাধ্যমেও সমস্যাটা হয় না। সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যদি ভিসি কিংবা প্রভোস্ট এই পর্যদে থাকে, তাহলে প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কলাবরেশনটা ভালোভাবে হয়। তাদের শিক্ষার্থীদের কথাগুলো সরাসরি শোনার সুযোগ থাকে। একই সঙ্গে সীমিত করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগটাও পাবেন না। এজন্য আমরা এ ধরনের প্রস্তাব দিয়েছি।

ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য ছাত্র ফেডারেশন ১৮টি প্রস্তাব দিয়েছে। এতে সভাপতি পদে নির্বাচিত শিক্ষার্থী প্রতিনিধিকে দায়িত্ব দিতে প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বয়সের বাধা উঠিয়ে দিতে সুপারিশ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বায়ক আরমানুল হক বলেন, 'নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের হাতেই আমরা সব ক্ষমতা দেখতে চাই।'

'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার দেশ রুপান্তরকে বলেন, 'আমরা মনে করি, উপাচার্য ডাকসুর সভাপতি থাকা উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের থেকে সভাপতি নির্বাচিত হওয়া উচিত। উপাচার্য যদি থাকেনও, তার ক্ষমতা কমিয়ে আনা উচিত।'

ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, 'ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে সংস্কার প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন তৈরি করে আমরা দ্রুততম সময়ে উপাচার্যের কাছে জমা দেব। গুরুত্বপূর্ণ সব প্রস্তাবনা এতে থাকবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা দেশ রুপান্তরকে বলেন, 'বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গুরুত্ব সহকারে দেখছে। আমরাও চাই সব ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রতিনিধি থাকুক। বর্তমানে পদাধিকার বলে উপাচার্য সভাপতি হিসেবে আছেন। যেহেতু প্রায় সবার প্রস্তাবনায় বিষয়টি আছে। আমরাও সেটা চিন্তা করছি। আলোচনার মাধ্যমে এটি চূড়ান্ত করা হবে।'

দিনকাল

পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতকারীদের বিচার দাবি ঢাবি সাদা দলের

দিনকাল রিপোর্ট: প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে আওয়ামী বয়ান বাতিল করে অবিলম্বে বিএনপির ইতিহাস বিকৃতকারী ও ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের দোসরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। সংগঠনের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান, যুগ্ম আহ্বায়কদ্বয় প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম এবং প্রফেসর আবুল কালাম সরকার গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে বলেন, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত প্রকাশিত ও সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয়েছে যে, পাঠ্যপুস্তকগুলোতে এখনো স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের বয়ান ও ইতিহাস বিকৃতি বহাল রাখা হয়েছে। এজন্য আমরা মনে করি, বাংলাদেশে গণহত্যাকারী ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের হাতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক বয়ান অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি ২৪'র ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পরও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) যে বা যারা পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের নামে আওয়ামী বয়ানকে

▸▸ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩



পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস

প্রথম পাতার পর

প্রচারে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ইতোমধ্যে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, নবম-দশম শ্রেণির পৌরনীতি ও নাগরিকতা' বইয়ের 'গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন ব্যবস্থা' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে গণঅভ্যুত্থানকারী বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংসকারী আওয়ামী লীগকে দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। একই অধ্যায়ে বিএনপি সম্পর্কেও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়া হয়েছে। জিয়াউর রহমানকে সাবেক প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে সাবেক সেনাপ্রধান উল্লেখ করে জিয়াউর রহমানের শাসনামলকে সামরিক শাসনামল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিতর্কের মুখে অনলাইন ভার্সনে এই বিষয়ে পরিবর্তন আনা হলেও অনেক মুদ্রিত বইয়ে আওয়ামী বয়ান বহাল রয়ে গেছে। এমনকি ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়া ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান সম্পৃক্ত অল্প বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। তবে নবম ও দশম শ্রেণির 'বাংলা সাহিত্য' বইয়ে 'আমাদের নতুন গৌরবগাঁথা' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে 'পতন অত্যাসন্ন টের পেয়ে স্বৈরাচারী সরকার প্রধান পালিয়ে যান দেশ ছেড়ে। অভাবনীয় এক গণঅভ্যুত্থান দেখে সারা দুনিয়ার মানুষ।' এখানে শেখ হাসিনা কিংবা তার দল আওয়ামী লীগের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ঢাবি সাদা দলের শীর্ষ নেতারা বলেন, নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা' বইয়ের 'সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারসহ নানা বিষয়ে আওয়ামী লীগকে নানাভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। একই পাঠ্যবইয়ের শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে বখতিয়ার খিলজিকে একজন ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা বলে উল্লেখ করে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, তৃতীয় শ্রেণি থেকে নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে স্বাধীনতা ঘোষণার পর কৃত ইতিহাস তুলে ধরা হলেও শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের বিশাল ছবিসহ উপস্থাপন করে প্রকারান্তরে আওয়ামী বয়ানকে সূক্ষ্মভাবে কীর্তন গাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্যবইয়ে 'আমাদের চার নেতা' নামে নতুন একটি অধ্যায় যুক্ত করে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই তবে এই অধ্যায়ে স্বাধীনতার ঘোষক এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সংক্ষিপ্ত বিবরণও অন্তর্ভুক্ত করা যেত।

তারা আরও বলেন, আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি, পূর্ব থেকে সমাধানকৃত উপজাতি-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী-আদিবাসী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত থাকার পরও নবম ও দশম শ্রেণির "বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি" বইয়ের পেছনের প্রচ্ছদে "আদিবাসী" শব্দযুক্ত একটি গ্রাফিতি যুক্ত করা হয়েছিল। যার ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হয় যার পুরো দায়ভার এনসিটিবি সংশ্লিষ্টদের। সার্বিক বিষয় বিশ্লেষণ শেষে আমাদের প্রতীয়মান হয়েছে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে রাজনৈতিক ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, বিএনপি সম্পর্কে তথ্য যথাযথভাবে পরিবেশিত হয়নি। পাশাপাশি ২০২৪ সালের ছাত্র-নাগরিক অভ্যুত্থানের প্রকৃত ইতিহাসও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। বরং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের বাকশালের ইতিহাস, গণতন্ত্র ধ্বংস ও গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পরিবর্তে সূক্ষ্মভাবে আওয়ামী বয়ানকে প্রশংসার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা উৎকণ্ঠার সাথে জানাচ্ছি যে, জানুয়ারি মাস প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু এখনো অনেক শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেয়া সম্ভব হয়নি। আগামী মার্চ কিংবা এপ্রিলেও শিক্ষার্থীরা সব বই হাতে পাবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। গণমাধ্যমের খবর মতে, এই ব্যর্থতার পেছনে এনসিটিবির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ একটি শক্তিশালী চক্র জড়িত রয়েছে। সরকারকে বিব্রত করতে এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সরকারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি করাতে তারা এই অপচেষ্টা চালিয়েছে। এমন অবস্থায় আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, রাজনৈতিক ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, বিএনপি, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে উপস্থাপনে অবিলম্বে উদ্যোগ নিতে হবে। সূক্ষ্মভাবে আওয়ামী যেসব বয়ানকে উপস্থাপন করা হয়েছে তা বাতিল করে আওয়ামী লীগের বাকশালের ইতিহাস, গণতন্ত্র ধ্বংসের ইতিহাস, গণহত্যার ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে তুলে ধরতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই- পাঠ্যপুস্তকে আওয়ামী বয়ান সন্নিবেশন করে ইতিহাসকে বিকৃত করার সঙ্গে জড়িত এবং বিগত দেড় দশক ধরে আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের পক্ষে ভূমিকা পালনকারী এনসিটিবিতে কর্মরত দোসরদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসঙ্গে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে ব্যর্থ এবং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত এনসিটিবি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

The New Age



Students protest against rape, murder of Bangladeshi in India

DU Correspondent

THE Students Against Discrimination on Saturday staged a demonstration on the Dhaka University campus in the capital demanding justice over Friday's rape and murder of a 28-year-old Bangladeshi woman in India's Bengaluru.

Addressing a rally at the base of the Anti-Terrorism Raju Memorial Sculpture, the protesters urged the interim government to take steps to ensure justice for the family of the victim, Najma.

Najma, a domestic worker by profession, went

Continued on page 2 Col. 1

Leaders of the Students Against Discrimination chant slogans during a rally, protesting to the rape and murder of a Bangladeshi woman in Bengaluru of India, at the base of the anti-terrorism Raju memorial sculpture at Dhaka University on Saturday. — Sony Ramani

Students protest against rape

Continued from page 1

missing on Thursday and found dead near Kalkere Lake in Ramamurthy on Friday. Indian police's primary investigation found that she was murdered after rape, reports several Indian media on Saturday.

The protesters on the DU campus alleged that the ousted Awami League government sold the independence of Bangladesh to India.

'India tried to portray Bangladesh's July uprising as a terrorist activity. They have cultivated hate against the people of Bangladesh in India. The murder is a result of that hostility,' the platform's member secretary Arif Sohel said.

Al Islam, a former coordinator of the platform, said, 'We want to tell the interim government that if you fail to take action regarding Najma's murder, the people will not accept you.'

Moderated by the platform office secretary Jahid Ahsan, the rally was addressed, among others, by Tariqul Islam and Nirob Hasan Sujon.

The Indian Express, referring to sources in the police, reported that preliminary investigations based on her husband's statement revealed that Najma now did not possess a valid passport or any legal documentation to reside in India.

The report said that Najma's husband Suman was a garbage segregator for the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike and that the woman had a valid Bangladeshi passport six years ago and used to live in India with her three children.

দৈনিক আমাদের বার্তা

৮ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের ৬ বিশ্ববিদ্যালয়

দুই ক্যাটাগরিতে দেশসেরা বুয়েট-ড্যাফোডিল ■ একটি করে ক্যাটাগরিতে দেশসেরা ঢাবি, জাবি, নর্থ সাউথ, গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

■ আমাদের বার্তা প্রতিবেদক

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নানা ধরনের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে থাকে। এবার প্রকাশ করেছে 'ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সাবজেক্ট র‍্যাঙ্কিং-২০২৫'। ১১টি ক্যাটাগরিতে প্রকাশিত এ র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮টিতে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দুটি ক্যাটাগরিতে একসঙ্গে দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

এবারের সাবজেক্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য সেরা ৬ বিশ্ববিদ্যালয় হলো বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকস বিষয়ে দেশের অন্যতম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, এডুকেশন স্টাডিজ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বুয়েট, লাইফ সায়েন্স বিষয়ে গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল অ্যান্ড হেলথ বিষয়ে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ফিজিক্যাল সায়েন্সে বুয়েট এবং সোশ্যাল সায়েন্সে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে দেখা গেছে, দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকসে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রথম স্থানে আছে। আন্তর্জাতিক

>> ২-এর পাতায় দেখুন

৮ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের

শেষ পাতার পর

পর্যায়ে ৫০১-৬০০তমর মধ্যে অবস্থানে আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। এই ক্যাটাগরিতে ৬০১-৮০০তমর মধ্যে অবস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কম্পিউটার সায়েন্সে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থানে আছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এই ক্যাটাগরিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৪০১-৫০০তমর মধ্যে অবস্থানে আছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এই ক্যাটাগরিতে বুয়েট আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৬০১-৮০০তমর মধ্যে অবস্থানে আছে। দেশের আরও ৮টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা করে নিয়েছে এই ক্যাটাগরিতে। এডুকেশন স্টাডিজ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে এবং এই ক্যাটাগরিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৪০১-৫০০তমর মধ্যে অবস্থানে আছে। এই ক্যাটাগরির তালিকায় দেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা পায়নি। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বুয়েট দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থানে আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একই ক্যাটাগরিতে ৪০১-৫০০তমর মধ্যে আছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এই ক্যাটাগরিতে বুয়েটের পরেই আছে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশ্বিক তালিকায় ৬০১-৮০০ এর মধ্য আছে এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের আরও ১১টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা করে নিয়েছে এই ক্যাটাগরিতে। লাইফ সায়েন্স বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে আছে। এই ক্যাটাগরিতে বৈশ্বিক পর্যায়ে ৫০১-৬০০তমর মধ্যে অবস্থানে রয়েছে উচ্চশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠান। এই ক্যাটাগরিতে এরপরে আছে দেশের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশ্বিক তালিকায় ৬০১-৮০০-এর মধ্য আছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এই ক্যাটাগরিতে দেশের আরও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা করে নিয়েছে।

মেডিক্যাল অ্যান্ড হেলথ বিষয়ে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে আছে। একই ক্যাটাগরিতে বৈশ্বিক পর্যায়ে ৩০১-৪০০তমর মধ্যে অবস্থানে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এই ক্যাটাগরিতে এরপরই আছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশ্বিক তালিকায় ৪০১-৫০০-এর মধ্য আছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এই ক্যাটাগরিতে দেশের আরও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়েছে।

লাইফ সায়েন্স বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে আছে। এই ক্যাটাগরিতে বৈশ্বিক পর্যায়ে ৫০১-৬০০তমর মধ্যে অবস্থানে রয়েছে উচ্চশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠান। এই ক্যাটাগরিতে এরপরে আছে দেশের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশ্বিক তালিকায় ৬০১-৮০০-এর মধ্য আছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এই ক্যাটাগরিতে দেশের আরও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা করে নিয়েছে।

দৈনিক বর্তমান



ঢাবি ক্রিমিনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগের 'প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন ক্রিমিনোলজি এন্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস' প্রোগ্রামের ৮ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা শুক্রবার অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামের পরিচালক এ বি এম নাজমুস সাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক রাশেদা ইরশাদ নাসির বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিভাগের চেয়ারপার্সন শাহারিয়া আফরিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিভাগের প্রভাষক ফাবিহা মাহবুব।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ক্রিমিনোলজি বিভাগ খুব বেশি পুরাতন না হলেও সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব লক্ষণীয়। বিভিন্ন পেশার মানুষ প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির মাধ্যমে ক্রিমিনোলজি ও ক্রিমিনাল জাস্টিস বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণির পেশাজীবী ও সমাজের মেলবন্ধন সৃষ্টি হচ্ছে। ক্রিমিনোলজি ও ক্রিমিনাল জাস্টিস বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণাকে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।